হাওয়া বদলের খেলা

পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, রাইমা সেন এবং রুদ্রনীল ঘোষ মনে করেন 'আবার হাওয়া বদল' নতুন হাওয়া আনবে।

'আবার হাওয়া বদল' ছবিতে রুদ্রনীল।

রাইমা ও পরমব্রত। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর মুক্তি পেল পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও রুদ্রনীল ঘোষ অভিনীত দুই বন্ধু জিৎ এবং রাজ–এর বন্ধুত্বের গল্প নিয়ে ছবি 'আবার হাওয়া বদল'। ১৩ বছর আগে দুই বন্ধুর মধ্যে ঘটে যাওয়া এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী ছিলেন দর্শক 'হাওয়া বদল' ছবিতে। এবার তার সিকুয়েল 'আবার হাওয়া বদল' ছবিটি পুরোটাই বিদেশের প্রেক্ষাপটে লন্ডনে শুটিং হয়েছে। ১৩ বছর আগে যে বন্ধুর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল, তার সঙ্গে আবার নতুন করে দেখা হয় লন্ডনে। কিন্তু মাঝে কেটে গিয়েছে অনেকটা বছর, তাই দু'জনের জীবনেই এসেছে অনেক পরিবর্তন। কিন্তু যে পরিবর্তনটা কখনও ঘটেনি তা হল, দু'জনের মধ্যে সেই বন্ধুত্বের রসায়ন আর নিজেদের সেই পুরনো দুষ্টুমি। কিন্তু কে জানত ১৩ বছর পর আবার সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে জিৎ এবং রাজকে। এবার শুধুমাত্র মজার জন্য নয়, বরং একে অপরের জীবন বাঁচাতে গিয়ে তারা দেখতে পায়, অন্যের জীবন ততটাও সুখের নয় যতটা বাইরে থেকে মনে হয়। 'হাওয়া বদল' ছবির মতোই জিৎ–এর স্ত্রী তনু চরিত্রে রাইমা সেন। নতুন সংযোজন রাজের বান্ধবীর ভূমিকায় অনুষা বিশ্বনাথন। 'হাওয়া বদল' ছবির কবির ভট্টাচার্য ও চঞ্চল ঘোষ এই ছবিতেও অভিনয় করেছেন। ছবি মুক্তির আগে ছবির পরিচালক ও অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'হাওয়া বদল' ছবির ১৩ বছর পর সিকুয়েল 'আবার হাওয়া বদল'। এই ব্যবধানে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের বয়স, ম্যাচুরিটি থেকে মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। সব থেকে বড় কথা, আমাদের জীবনে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যে যখন যে জায়গায় ও পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকি, তার পরিবর্তন হয় প্রত্যেক ফেজের সঙ্গে সঙ্গে। কেউ সেটাকে জীবন বলেন, কেউ গ্রহের দশা! সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিটাই 'আবার হাওয়া বদল'–এর মূল কথা। 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস'— এই দর্শনে ভিত্তি করেই হাওয়া বদল তৈরি। কে কখন নদীর কোন পারে থাকবে, সেটাও সময় নির্ধারণ করে।' সরকার পরিবর্তন হতেই এই ছবি মুক্তি পেল? পরমব্রত জানালেন, 'ছবি মুক্তির ব্যাপার পুরোটাই প্রযোজকের ওপর। এটা বলতে পারি, ঠিক সময়েই 'আবার হাওয়া বদল' মুক্তি পাচ্ছে।'

রাইমা সেন বলেন, 'খুব ভাল লাগছে, ফাইনালি 'আবার হাওয়া বদল' মুক্তি পাচ্ছে। পরম ও আমার জুটি দর্শক খুবই পছন্দ করে। ১৩ বছর আগে 'হাওয়া বদল'–এ আমাদের জুটি দর্শক–সমাদৃত হয়েছিল। ২০২০–তে 'দ্বিতীয় পুরুষ' ছবির পর আমরা কাজটি করি। 'হাওয়া বদল' ছাড়াও বেশ কিছু বিজ্ঞাপনের কাজেও আমাকে পরম ডিরেক্ট করে। ডিরেক্টর হিসেবে খুবই রেসপেক্ট করি এবং ডিরেক্টর হিসেবে খুবই ভাল। কো–স্টার হিসেবে খুব লেগপুলিং করে! 'হাওয়া বদল' ছবির তুলনায় 'আবার হাওয়া বদল' ছবিতে প্রত্যেকটা চরিত্রই অনেক বেশি ম্যাচিওর্ড লাগবে। ছবিতে রুদ্রর সঙ্গেও অনেকটা স্ক্রিন শেয়ার করতে হয়েছে। আমার খুব পছন্দের মানুষ রুদ্র। মজার মানুষ। ওর সঙ্গে শুটিং থাকলে কোথা দিয়ে সময় চলে যায় বোঝা যায় না।' রাজ্যে পালাবদলে খুশি রাইমা বললেন, 'যা হচ্ছে বা যা হবে, নিশ্চয়ই আগামী দিনে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির ভালর জন্যই হবে।' রুদ্রনীল ঘোষ মনে করেন আজকের পালা বদল অনেক সদর্থক বদল আনবে বাংলা ছবির জগতে। আর, 'আবার হাওয়া বদল' নতুন হাওয়ার আভাস দেবে দর্শকদের। এই ছবির কাহিনি পাভেলের। চিত্রনাট্য পরমব্রত এবং পাভেলের। সঙ্গীত ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। সিনেমাটোগ্রাফি প্রসেনজিৎ চৌধুরি। অশোক ধানুকা ও হিমাংশু ধানুকার এস কে মুভিজ প্রযোজিত 'আবার হাওয়া বদল' মুক্তি পেল গতকাল।

ফুলপিসির গোয়েন্দাগিরি

নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' এক জমিদারবাড়ির অনেক গোপন রহস্যকে উন্মোচন করেছে। ফুলপিসির ভূমিকায় সোহিনী সেনগুপ্তের গোয়েন্দাগিরি বাংলা ছবিতে নতুন স্বাদ।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শুরু থেকেই তাঁর বেড়াল এডওয়ার্ডকে খুঁজে চলেছেন ফুলপিসি। ছবির শেষ পর্যন্ত এডওয়ার্ডের খোঁজ শেষ হয় না। এবং এই খোঁজ করতে করতেই ফুলপিসি আসলে এই পুরনো জমিদারবাড়ির আনাচে–কানাচে লুকিয়ে থাকা বহু পাপ ও অন্ধকারকে স্পষ্ট করে দেন। একটা হারিকেন হাতে অন্ধকারে হাঁটেন ফুলপিসি। এবং ক্রমশ উন্মোচন করেন এক জমাট রহস্যের।

ফুলপিসি এই জমিদারবাড়িতে এলেন বিয়েবাড়িতে যোগ দিতে। শহর থেকে বিয়েবাড়িতে এসেই নিখোঁজ তাঁর সাধের বেড়াল। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের তৃতীয় বিয়ে। প্রথম স্ত্রী বহু আগেই আত্মঘাতী। দ্বিতীয় স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মণীন্দ্রচন্দ্র তৃতীয় বিয়ে করতে উদ্যত। পাত্রী আসলে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর বোন। এই বিয়ের শর্ত হল, নতুন বৌয়ের কিডনি নিজের শরীরে প্রতিস্থাপন করে সে বেঁচে থাকবে। কিন্তু সেসব কিছু ঘটার আগে, বিয়ের আসরেই আচমকা মৃত্যু মণীন্দ্রচন্দ্রের।

শুরুতেই এমন চমক এবং প্রশ্ন উঠল, এই মৃত্যু কি স্বাভাবিক? এই প্রশ্নকে ঘিরেই রহস্যের পর রহস্য। এবং শেষ পর্যন্ত এই রহস্যকে বজায় রাখতে পেরেছেন পরিচালক জুটি নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একেবারে নতুন পথে হেঁটেছেন এই জনপ্রিয় পরিচালক জুটি।

এডওয়ার্ডকে খোঁজার অছিলায় প্রাচীন এই জমিদারবাড়ির আনাচে–কানাচে লুকিয়ে থাকা অনেক পাপ ও প্রতারণার রহস্য ভেদ করতে এগিয়েছেন ফুলপিসি। এবং ক্রমশ প্রকাশিত হয় মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু স্বাভাবিক না কি খুন?

লম্পট ও প্রৌঢ় জমিদারের চরিত্রে বহুদিন পরে বড়পর্দায় এসে জমিয়ে দিয়েছেন অর্জুন চক্রবর্তী। মণীন্দ্রচন্দ্রের ভাইয়ের চরিত্রে সাহেব চট্টোপাধ্যায়ও অনবদ্য। এ ছবির শিল্পীতালিকা দুর্দান্ত। প্রত্যেকেই দারুণ অভিনয় করেছেন। অনামিকা সাহা, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়,

কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাইমা সেন এবং নবাগতা শ্যামৌপ্তি অভিনয়ে উজ্জ্বল। সৌম্য মুখোপাধ্যায় ও ঋষভ বসু উল্লেখযোগ্য। ভাল লাগে অতনু বর্মনকে। রজতাভ দত্ত পুলিশের ভূমিকায় জমজমাট। আর, ফুলপিসি হয়ে দুর্দান্ত অভিনয়ে রহস্যমোচনে নতুন স্বাদ এনেছেন সোহিনী সেনগুপ্ত।

জয় সরকারের সঙ্গীত রহস্যকাহিনিকে যথার্থ মাত্রা দিয়েছে। অনিমেষ ঘোড়ুইয়ের ক্যামেরা ও মলয় লাহার সম্পাদনা প্রশংসনীয়।

ফুলপিসির কাহিনিতে পদিপিসির ছাপ তেমন নেই। বরং আগাথা–পিসির কথাই মনে পড়ে সিনেমা দেখতে দেখতে। তবে, এ ছবির কাহিনিকার জিনিয়া সেন কিন্তু কোথাও অনুকরণ করেননি আগাথা ক্রিস্টিকে। বরং অনবদ্য ভাবে 'হু ডান ইট' পদ্ধতিতে একটি জমজমাট রহস্যকাহিনি উপহার দিয়েছেন। তাঁর এই কাহিনি গৃহবন্দি নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁদের আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার গল্পকে স্পষ্ট করেছে, রহস্যের পথ ধরে। এবং আমাদের আশা, ফুলপিসি আবার ফিরে আসবেন এবং দাঁড়াবেন নতুন রহস্যের দোরগোড়ায়।

সব মিলিয়ে রহস্য জমজমাট। এবং এডওয়ার্ড। সে কোথায়? আগাগোড়া এই প্রশ্নটাকে ধরে এগিয়ে গেছে ছবির গল্প। এডওয়ার্ডকে অগ্রাহ্য করা যাবে না।

অগোছালো এক বাবার গল্প

সম্রাট মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর সেরা গল্পগুলো ঘরে ফেরার গল্পই। মনে করিয়ে দিয়েছেন পরিচালক পৃথা চক্রবর্তী। নিজের পরিচালিত 'ফেরা' ছবিতে।

এই ছবি ওপরে ওপরে এক বাবা–ছেলের সম্পর্কের গল্প বলে, যা আপাদমস্তক পারিবারিক। কিন্তু নিছক সাংসারিক বৃত্তে আটকে না থেকে তা এক বড় পৃথিবীর গল্প বলে। এই সময়ের ছায়াহীন পৃথিবীর গল্প। আরও ঠিকঠাক বললে, ফেলে আসা সময়ের পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীকে তুলনায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

এই ছবির বাবা আর ছেলের একটা ফেলে আসা কালিন্দীপুর আছে। যেমন অনেকেরই থাকে। একটা ছায়া আর স্মৃতিঢাকা মফস্সল নগর, যেখানে তার ছেলেবেলা আর প্রথম যৌবনের মধ্যবিত্ত দিনগুলো কেটেছে। এই গল্পের বাবা পান্নালাল (সঞ্জয় মিশ্র) আর ছেলে পলাশেরও (ঋত্বিক চক্রবর্তী) তেমনই আছে। পলাশ কালিন্দীপুর ছেড়ে কলকাতাবাসী হয়েছে স্বেচ্ছায়। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কেরিয়ার গড়ে নিতে। বিপত্নীক পান্নালাল ওরফে এলাকার জনপ্রিয় ফুটবল কোচ পল্টুবাবু কিন্তু থেকে গেছে একা পুরনো মফস্সলে মাঠ, ফুটবল টিম আর চেনা জনপদের টানে। পাশে আছে একমাত্র বন্ধু বঙ্কু (প্রদীপ ভট্টাচার্য)। একসময় ফুটবল দলের জটিলতা কাটানোর টাকা জোগাড় করতে শহরে ছেলের কাছে আসে পান্নালাল। থেকে যায় কিছুদিন। সেই দিনগুলো নিয়েই প্রধানত গড়ে উঠেছে চিত্রনাট্য।

পান্নালালের জগৎ শখের ফুটবল ক্লাব, তার ওঠাপড়া, আর পলাশের দুনিয়া বিজ্ঞাপন তৈরির আমর্ম পেশাদার কর্পোরেট জগৎ। দুই দুনিয়ার সঙ্ঘাত অনিবার্য। তাই ঘটে। এখানে একটাই কথা। বিজ্ঞাপন দুনিয়ার অনেক কিছুই আমরা ডিটেলিং–এর মধ্য দিয়ে দেখতে পাই, কিন্তু ফুটবলের জগৎটা সেভাবে আসে না। সঞ্জয় মিশ্র এর আগে হিন্দিতে 'আঁখো দেখি' ছবিতে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। এবার ভাষাগত সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে নতুন ভাবে নিজেকে চেনালেন। বাবার চরিত্রে 'গ্ল্যামার' বা 'গ্লোরি' নয়, বরং চিরচেনা আটপৌরেপনা আর দুর্বলতাগুলোই তাঁর জোর। ঋত্বিক যথারীতি অনবদ্য। বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত দত্ত দুই অভিজ্ঞ অভিনেতাই দারুণ। সোহিনী খুব ভাল অভিনয় করেছেন। অল্প উপস্থিতিতেও উজ্জ্বল প্রিয়াঙ্কা।

গোটা ছবির ভেতরেই একটা পুরনো বাংলা ছবির কাঠামো আছে। কিন্তু তা দেখতে পুরনো লাগে না। কারণ এর গল্পে–সংলাপে–চরিত্রায়ণে থাকা সমকালীনতার ছোঁয়া। সেখানে এই সময়ের অনেক নিষ্ঠুরতাকেই আনা হয়েছে ব্ল্যাক হিউমারের ছোঁয়ায়, তা–ই গোটা ছবিকে জমিয়ে রাখে।

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক ...ভরোসে কা প্রতীক! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

সার্কল অফিস, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট (সিওএসএএম)
পুরুলিয়া, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রাধাকৃষ্ণ মোড়, শশধর গাঙ্গুলি রোড,
রাজা বাঁধ পাড়া, পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)–৭২৩১০১ ই–মেল: cs8301@pnb.bank.in

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

লট নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকি স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা/ স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) নির্ধারিত তারিখে অনাদায়ী বকেয়া গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকা) খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
১	শাখা: কাঁকরডাঙ্গা মোড় ১) অরিজিৎ মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা), পিতা– দুখিরাম মণ্ডল, গ্রাম– শিমুলডাঙ্গা, পোঃঅঃ– পারুলিয়া, থানা– পাত্রসায়র, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৬ ২) স্বরূপ কুমার চৌধুরি (জামিনদার), পিতা– দয়াময় চৌধুরি, গ্রাম– শিমুলডাঙ্গা, পোঃঅঃ– পারুলিয়া, থানা– পাত্রসায়র, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৬	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: দলিল নং I–৭৭৬/২০১৪, দলিলের তারিখ: ১৯.০৫.২০১৪, দাগ নং ৩০৪, পরিমাপ– ০২ ডেসিমেল; দলিল নং I–৬৫৩/২০১৪, দলিলের তারিখ: ২৩.০৪.২০১৪, দাগ নং ৩০২, পরিমাপ– ০৩ ডেসিমেল, মৌজা– ঘোষালপুর, জে এল নং ২০, খতিয়ান নং ১৭৭/২, মোট এরিয়া– ০৫ ডেসিমেল, থানা– পাত্রসায়র, জেলা– বাঁকুড়া, পিন–৭২২২০৬, পশ্চিমবঙ্গ, স্বত্বধারক: মিঃ অরিজিৎ মণ্ডল।	ক) ১৮.০৩.২০১৯ খ) ₹১৮,৬২,৮৫৯.৭৩ (২৮.০২.২০১৯ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ২৫.০৬.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৩.০৪ লক্ষ খ) ₹১.৩০ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
২	শাখা: খড়িদুয়ারা ১) মিঃ বিবেকানন্দ মাহাতো, পিতা– নিবারণ চন্দ্র মাহাতো, গ্রাম ও পোঃঅঃ– আঁকড়ো, থানা– বোরো, জেলা– পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১২৯ ২) মিঃ তপন কুমার মাহাত, পিতা– নিবারণ মাহাত, গ্রাম ও পোঃঅঃ– আঁকড়ো, থানা– বোরো, জেলা– পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১২৯	২০১০ সালের দলিল নং I–৩৩২ অনুসারে নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ২২১, আর এস খতিয়ান নং ১৯০, আর এস প্লট নং ৬৮৭৩, জমির পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, মৌজা– আঁকড়ো, পোঃঅঃ– আঁকড়ো, থানা– বোরো, জেলা– পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১২৯, বিবেকানন্দ মাহাতো–এর অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ বিবেকানন্দ মাহাতো, পিতা– নিবারণ চন্দ্র মাহাতো।	ক) ১৯.১০.২০২২ খ) ₹৪,৪৪,৬২৭.১৭ (০২.০৫.২০২২ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ০৬.০১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৮.৩২ লক্ষ খ) ₹১.৮৪ লক্ষ গ) ০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৩	শাখা: এমটিপিএস ১) মিসেস মহুয়া সিনহা, পিতা– সত্য নারায়ণ সিংহ, গ্রাম– দেশুরিয়া মোড়, পোঃঅঃ ও থানা– গঙ্গাজলঘাটি, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৩৩ ২) মিঃ সত্য নারায়ণ সিংহ, পিতা– প্রয়াত নিশাপতি সিংহ, গ্রাম– দেশুরিয়া মোড়, পোঃঅঃ ও থানা– গঙ্গাজলঘাটি, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৩৩	২০১৪ সালের দলিল নং I–২৩১৩/১৪ অনুসারে নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: দাগ নং ৬০৩, খতিয়ান নং ৭৬৪, জে এল নং ১৩, জমির পরিমাপ– ০৫ ডেসিমেল, মৌজা– বাসুদেবপুর, থানা– গঙ্গাজলঘাটি, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তির স্বত্বধারক: মহুয়া সিনহা।	ক) ৩০.০৬.২০১৬ খ) ₹৫,৯৫,০৮৭.০০ (০৫.১১.২০১৬ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ১৪.০৩.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২.৭৫ লক্ষ খ) ₹০.২৮ লক্ষ গ) ০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৪	শাখা: সাঁওতালডিহ ১) মিঃ মনোজ ব্যানার্জি, পিতা– মহাদেব ব্যানার্জি, গ্রাম, পোঃঅঃ ও থানা– থানা– পারা, জেলা– পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১৫৫ ২) মিঃ পরেশ চন্দ্র গরাইন (জামিনদার), পিতা– দ্বিজপদ গরাইন, কালিয়াসোটা, দুবরা, জেলা– পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১৫৫	সামান্য কমবেশি ৭.০০ ডেসিমেল জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৯৬, হাল খতিয়ান নং ১৪০৯, সি এস প্লট নং ৫৯৮৪, আর এস প্লট নং ৬০৬৭, মৌজা– পারা, পোঃঅঃ– পারা, থানা– পারা, জেলা– পুরুলিয়া, ২০১৭ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ৮৭৭ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ মনোজ ব্যানার্জি, পিতা– মিঃ মহাদেব ব্যানার্জি, মনোজ ব্যানার্জির অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে।	ক) ২৮.১০.২০২২ খ) ₹৯,৫৫,৭৯৩.০০ (০২.০৫.২০২২ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ১৬.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৪.৫০ লক্ষ খ) ₹০.৪৫ লক্ষ গ) ০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৫	শাখা: কোতুলপুর ১) মিঃ পিরু মোহন দে, পিতা– রাখাল চন্দ্র দে, গ্রাম– দারাপুর, পোঃঅঃ– দারাপুর, পোঃঅঃ ও থানা– কোতুলপুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪১ ২) মিসেস মিতা দে, স্বামী– পিরু মোহন দে (জামিনদার), গ্রাম– দারাপুর, পোঃঅঃ– দারাপুর, পোঃঅঃ ও থানা– কোতুলপুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪১	১৯৯৪ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ৬২৫ অনুযায়ী মিঃ পিরু মোহন দে–এর অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে মিঃ পিরু মোহন দে, পিতা– রাখাল চন্দ্র দে–এর স্বত্বাধীন নিম্নোক্ত ০.০২ একর জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৪৪, সি এস দাগ নং ১৭৩৭, খতিয়ান নং ১০৮৭, মৌজা– দারাপুর, পোঃঅঃ– কোতুলপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত– কোতুলপুর, থানা– কোতুলপুর, জেলা– বাঁকুড়া।	ক) ২০.১০.২০২২ খ) ₹২১,২২,৩১৩.৪৩ (৩১.০৩.২০২১ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ১১.০১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩২.০৩ লক্ষ খ) ₹৩.২১ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৬	শাখা: কেন্দা ১) মিঃ রমাপদ মান্ডি, পিতা– খোকন মান্ডি গ্রাম– বালিদুমো, পোঃঅঃ– পিরারগড়িয়া, থানা– মানবাজার, জেলা– পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১২৮ ২) মিঃ রমাপদ মান্ডি, পিতা– খোকন মান্ডি গোপালনগর এ টি হাই স্কুল, পোঃঅঃ– গোপাল নগর, জেলা– পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১২৮	০৮.১১.২০০২ তারিখের রেজিস্টার্ড দলিল নং I–২৭৮১/২০০২ (মিউটেশন দলিল নং ০৭/২০০৩) অনুযায়ী মিঃ রমাপদ মান্ডি, পিতা– খোকন মান্ডি–এর স্বত্বাধীনে সামান্য কমবেশি ০.০৬ একর বাস্তু জমি নিয়ে গঠিত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৩২৫, আর এস প্লট নং ২৭৮, আর এস খতিয়ান নং ৪২২, মৌজা– পিরোরগড়িয়া, সাব রেজিস্ট্রি অফিস– মানবাজার, থানা– মানবাজার, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১৩১।	ক) ০১.০৮.২০২৪ খ) ₹৬,৭৪,১১৭.৬০ (৩০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ০৪.১১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৩.৫৫ লক্ষ খ) ₹১.৩৬ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৭	শাখা: কোতুলপুর ১) মিঃ শঙ্কর মণ্ডল, পিতা– প্রয়াত কালীপদ মণ্ডল, গ্রাম– দেশরা, পোঃঅঃ ও থানা– কোতুলপুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪১ ২) মিঃ নিমাই চন্দ্র রায়, পিতা– মিঃ ধর্মদাস রায়, গ্রাম– কালীপুর, পোঃঅঃ– আরামবাগ, জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৬০১	২০১৩ সালের দলিল নং ১২০৩ অনুযায়ী শ্রী শঙ্কর মণ্ডল–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত ০.০৪৫৩ একর জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১৫৮, দাগ নং ৭৩৬৬ ও ৭৩৬৯, খতিয়ান নং ১২৬৯, ৩৫৮, ১২৭ ও ৪৯, মৌজা– দেশরা, পোঃঅঃ, থানা– ও গ্রাম পঞ্চায়েত– কোতুলপুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ১৯.১০.২০২২ খ) ₹৫,৭২,৭১৫.০০ (২৪.০৩.২০২১ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ১০.০১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৩.৬০ লক্ষ খ) ₹১.৩৬ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৮	শাখা: বলরামপুর ১) সতীশ মাহাতো (ঋণগ্রহীতা), পিতা– প্রয়াত রাজেন্দ্র মাহাতো, গ্রাম– কুঠিতোড়, পোঃঅঃ– বেরাদা, জেলা– পুরুলিয়া–৭২৩১৪৩ ২) মিসেস সরস্বতী মাহাতো (ঋণগ্রহীতা), স্বামী– মিঃ সতীশ মাহাতো, গ্রাম– কুঠিতোড়, পোঃঅঃ– বেরাদা, জেলা– পুরুলিয়া–৭২৩১৪৩	২০.১২.২০১৬ তারিখের দলিল নং I–১৪০৫–০২৩০৩/২০১৬ অনুযায়ী নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মোট জমি ৩.০০ ডেসিমেল, মৌজা– বেরাদা, জে এল নং ১০৪, এল আর খতিয়ান নং ১০৭১, প্লট নং– (আর এস) ১২০৯– ০৩ ডেসিমেল, থানা– বড়বাজার, জেলা– পুরুলিয়া, পিন–৭২৩১৪৩, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ১০.১২.২০১৮ খ) ₹১৫,৯৩,৭১০.১৭ (১০.১২.২০১৮ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ২৬.০৬.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৬.৫০ লক্ষ খ) ₹১,৬৫ লক্ষ গ) ০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৯	শাখা: গালিয়া ১) শুভাশিস ঘোষ, পিতা– সিদ্ধিনারায়ণ ঘোষ, গ্রাম– মুইদারা, পোঃঅঃ– দেওপাড়া, জেলা– বাঁকুড়া, থানা– কোতুলপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন–৭২২১৪১ ২) সিদ্ধি নারায়ণ ঘোষ (জামিনদার), পিতা– সত্যকিঙ্কর ঘোষ, গ্রাম– মুইদারা, পোঃঅঃ– দেওপাড়া, জেলা– বাঁকুড়া, থানা– কোতুলপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন–৭২২১৪১	২০১৪ সালের দলিল নং ২৬০২ অনুযায়ী শ্রী শুভাশিস ঘোষ–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত ০.২১ একর জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মুইদারা, জে এল নং ১০১, খতিয়ান নং ৩৫৫, এল আর প্লট নং ৪৪১, ৪৪৬, ৪৫২, থানা– কোতুলপুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ২৫.১০.২০১৭ খ) ₹৬,২৫,৭৬৩.৪৩ (৩০.০৯.২০১৭ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ১৪.১২.২০১৮ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১২.৬০ লক্ষ খ) ₹১.২৬ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
১০	শাখা: এমটিপিএস ১) মিঃ সুশীল কুমার মণ্ডল, পিতা– প্রয়াত হরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, গ্রাম– চন্দননগর, পোঃঅঃ– রামচন্দ্রপুর, থানা– মেজিয়া, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪৩ ২) শ্রী রবিলোচন মাজি, পিতা– প্রয়াত ভূতনাথ মাজি, গ্রাম– সদানন্দপুর, পোঃঅঃ– চৌশাল, থানা– গঙ্গাজলঘাটি, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪২	বিক্রয় দলিল নং I–০১০৫০০৯৭৪/২০১৫ অনুযায়ী সুশীল কুমার মণ্ডল, পিতা– প্রয়াত হরেন্দ্র নাথ মণ্ডল–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১০৯, তৌজি নং ৩, খতিয়ান নং (আরএস) ২৩২৪, ২৩২১, ২৩২০ ও ২৩২২, জমির পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, প্লট নং (আরএস) ৮০৪০, মৌজা– গঙ্গাজলঘাটি, এডিএসআর– গঙ্গাজলঘাটি, পোঃঅঃ ও থানা– গঙ্গাজলঘাটি, জেলা– বাঁকুড়া।	ক) ০৫.০৭.২০১৭ খ) ₹১২,৯৬,৬৬৭.৪৯ (০৫.০৭.২০১৭ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ১৮.০৩.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২.৭০ লক্ষ খ) ₹০.৩০ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
১১	শাখা: কাঁকরডাঙ্গা মোড় ১) মেসার্স স্বর্ণ হোসিয়ারি প্রোডাক্টস প্রোপ্রাইটর: শেখ ইনামুল খান, পিতা– প্রয়াত সাদোমনি গ্রাম– রসুলপুর, পোঃঅঃ– রসুলপুর, থানা– পাত্রসায়র, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১০৫	বই নং ১, ভলিউম নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ৪৪ থেকে ৪৬–তে নথিভুক্ত ২৩.০৬.১৯৮৩ তারিখের রেজিস্টার্ড দলিল নং ৩৩৬১ অনুযায়ী নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ১৯২৫, খতিয়ান নং ১২৬, কে এল নং ৬৮, মৌজা– রসুলপুর, থানা– ইন্দাস, জেলা– বাঁকুড়া, জমির পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, সম্পত্তির স্বত্বধারক: শেখ ইমানুল ইসলাম।	ক) ২৮.০১.২০১৫ খ) ₹১৬,৯১,১৩০.৪৯ (২৮.০১.২০২৫ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ১৯.০৫.২০১৫ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১০.৬০ লক্ষ খ) ₹১.০৬ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
১২	শাখা: গালিয়া ১) মিঃ আবদুল মজিব মণ্ডল, পিতা– হামেদ আলি মণ্ডল, গ্রাম– চকপাহাড়ি, পোঃঅঃ– লেগো, থানা– জয়পুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪১ ২) মিঃ ফিরোজ মণ্ডল, পিতা– মিঃ মকবুল মণ্ডল, গ্রাম– চক মহম্মদ, পোঃঅঃ– অশ্বিন কোটা, থানা– কোতুলপুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪১ ৩) মিঃ হামেদ আলি মণ্ডল, পিতা– মিঃ মকবুল মণ্ডল, গ্রাম– চকপাহাড়ি, পোঃঅঃ– লেগো, থানা– জয়পুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪১ ৪) মিসেস সানাহা আফরোজ, স্বামী– মিঃ আবদুল মজিব মণ্ডল, গ্রাম– চকপাহাড়ি, পোঃঅঃ– লেগো, থানা– জয়পুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪১ ৫) মিঃ সুকুর আলি মণ্ডল, পিতা– মিঃ হামেদ আলি মণ্ডল, গ্রাম– চকপাহাড়ি, পোঃঅঃ– লেগো, থানা– জয়পুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪১ ৬) মিঃ রাম প্রসাদ বাগ, পিতা– বাবুলাল বাগ, গ্রাম– চক মহম্মদ, পোঃঅঃ– অশ্বিন কোটা, থানা– কোতুলপুর, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১৪১	দলিল নং ৩১৬৪/২০১৪ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ০.০৪ একর মাপের জমি ও বিল্ডিংয়ের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মাহালডাঙ্গা, জে এল নং ১২৫, খতিয়ান নং ৫৫০, দাগ নং ১৩৫৮/৩২৪৫, থানা– জয়পুর, জেলা– বাঁকুড়া (পশ্চিমবঙ্গ), সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ আবদুল মজিব মণ্ডল, মিঃ সুকুর আলি মণ্ডল, মিঃ ফিরোজ মণ্ডল।	ক) ১৪.১২.২০১৮ খ) ₹১৭,৯৯,৮৮৬.৩১ (১৪.১২.২০১৮ অনুযায়ী), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ১৯.০২.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৯.০০ লক্ষ খ) ₹১.৯০ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি লট নং ১ থেকে ১২–এর ক্ষেত্রে ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।

তারিখ: ১৩.০৬.২০২৬
স্থান: পুরুলিয়া

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

সারফায়েসি অ্যাক্ট–এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি